তারিখ 04 AUG 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

যুগান্তর

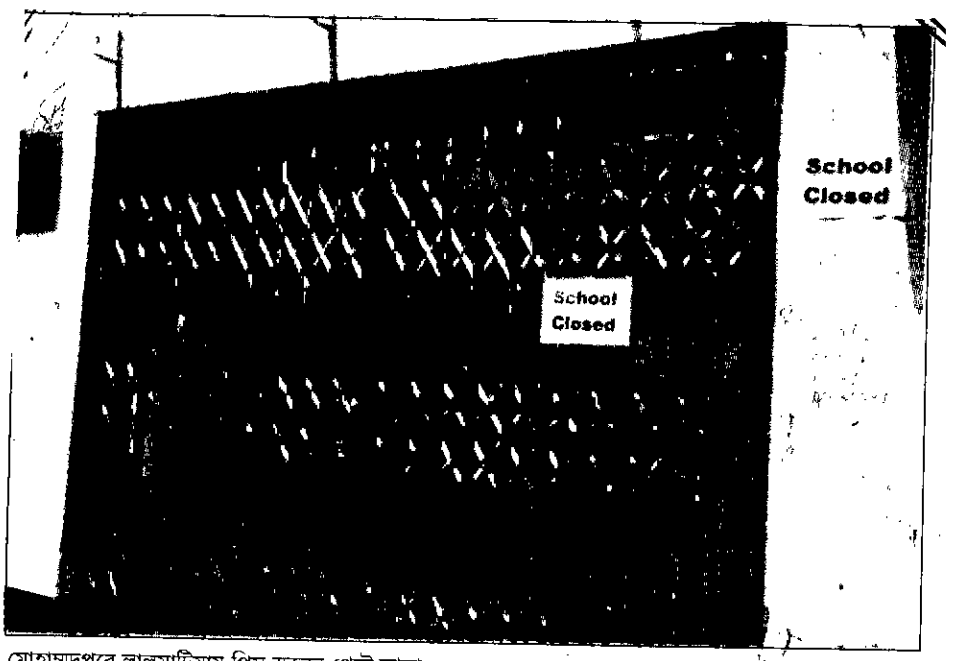

মোহাম্মদপুরে লালমাটিয়ায় পিস স্কুলের গেটে তালা — যুগান্তর

গা ঢাকা দিয়েছেন পিস স্কুলের মালিক ও শিক্ষকরা

শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব সংশ্লিষ্টদের নিতে হবে— শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

বন্ধ ঘোষণার পর অধিকাংশ পিস স্কুলের মালিক ও শিক্ষকরা গা ঢাকা দিয়েছেন। মোবাইল ফোনও বন্ধ। তবে অজ্ঞাত স্থানে থেকেই দু-একটি স্কুলের পক্ষ থেকে নতুন নামে আবার স্কুল চালুর কথা জানিয়ে অভিভাবকদের এসএমএস পাঠানো হচ্ছে। যদিও চিহ্নিত ব্যক্তিরা নতুন নামে স্কুলের অনুমোদন পাবে না বলে জানিয়েছেন বোর্ড কর্তৃপক্ষ। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বুধবার এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, পিস স্কুল জঙ্গি তৈরির ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করছিল। এ কারণে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।

বুধবার ঢাকা ও ঢাকার বাইরের এ ধরনের কয়েকটি স্কুলে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের সাইন বোর্ড খুলে ফেলা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ। তবে রংপুরের স্কুলটি বুধবার খোলা ছিল বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন পিস স্কুল ও কলেজে প্রায় ৯ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছিল। বছরের মাঝখানে বন্ধ ঘোষণা করায় এসব ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

গা ঢাকা দিয়েছেন পিস স্কুলের মালিক ও শিক্ষকরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন নিয়ে শংকা তৈরি হয়েছে। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের ভুল বুঝিয়ে সন্তানের ভর্তি করিয়েছে। তারা মোটা অংকের অর্থ ভর্তি ফি ও সেশন চার্জ হিসেবে দিয়েছেন। এখন স্কুল কর্তৃপক্ষ টাকা-পয়সা নিয়ে যাতে কেটে পড়তে না পারে সে পদক্ষেপ নিতে হবে।

গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকাসহ সারা দেশে পিস নামে ২৭টি স্কুল আছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের স্কুল শতাধিক। হাতেগোনা দু-একটি ছাড়া বেশির ভাগই অবৈধ। নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার এসব স্কুল বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এমনকি অবৈধ স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠিও পাঠানো হয়। এমন খবর গণমাধ্যমে প্রকাশের পর রাতের মধ্যে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান সাইন বোর্ড খুলে ফেলেছে। বুধবার সকালে মালিবাগের ৪০০/বি, চৌধুরীপাড়ায় আবুল হোটেলের উল্টোদিকে আল মদিনা হোটেলের পাশে গিয়ে দেখা যায় স্কুলটিতে তালা ঝুলছে। ছাত্র, শিক্ষক, পরিচালনা কমিটির সদস্য কেউ আশপাশেও নেই।

মোহাম্মদপুরের লালমাটিয়ার বি ব্লকের ৫/৭নং ব্যাড়িটিতে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, স্কুলের সামনে থাকা সব সাইনবোর্ড খুলে ফেলা হয়েছে। গেটের ওপর সাদা কাগজে 'স্কুল ক্লোজড' লেখা রয়েছে। এমনকি যে বাড়িতে স্কুলটি ছিল ওই বাড়ির নেমপ্লেটও খুলে ফেলা হয়েছে। স্কুলটির প্রধান দুটি ফটক বন্ধ। তবে এই স্কুলের পক্ষ থেকে অভিভাবকদের কাছে পৃথক দুটি এসএমএস পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটিতে স্কুল বন্ধের কথা জানানো হয়। পরেরটিতে 'সাউথশোর' নামে স্কুলটি চালানোর কথা জানিয়ে রোববার থেকে স্কুল শুরুর কথা বলা হয়।

ঢাকায় 'পিস' নামের মোট ৭টি স্কুল আছে বলে ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এর মধ্যে ৩টি বোর্ডের অনুমোদন নেয়া। ওই তিনটির একটি স্কুল, যা লালমাটিয়ায় অবস্থিত। অনুমোদিত বাকি দুটি কলেজ। এই দুটিকে ১১টি তথ্য চেয়ে গত ২৫ জুলাই ঢাকা বোর্ড থেকে চিঠি দেয়া হয়। আগামী রোববার পর্যন্ত কলেজ দুটির পরিচালনা কমিটির সদস্যারা তথ্য দেয়ার সময় চেয়ে নিয়েছেন। রোববারের পর আমরা কলেজ দুটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। তিনি আরও জানান, যে স্কুল একবার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, সেই স্কুলের একই ব্যক্তিরা ভিন্ন নামে কোনোদিনই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন পাবে না। সুযোগ নেই। প্রতারণা করার সুযোগ দেয়া হবে না।

ঢাকায় অবৈধভাবে পরিচালিত তিনটি প্রতিষ্ঠানের একটি মিরপুরে অবস্থিত। উত্তরায়ও দুটি প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে উত্তরার প্রতিষ্ঠান দুটির কাউকেই মোবাইল ফোনে পাওয়া যায়নি। মিরপুরের রূপনগরের প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ নাম প্রকাশ না করে বুধবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, আমি গতকাল পর্যন্ত রূপনগর পিস স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলাম। আজ থেকে নেই। সরকার প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করেছে। একজন অনুগত নাগরিক হিসেবে আমি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি। আমি স্কুলে চাকরি করতাম। তিনি আরও বলেন, এই স্কুলে প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় আড়াইশ' শিক্ষার্থী ছিল। তাদের লেখাপড়ার ভবিষ্যৎ কী হবে আমি জানি না। এ বিষয়ে স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্যারা ভালো বলতে পারবেন।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে জানতে চাইলে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, এ বিষয়ে আমরা এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন যুগান্তরকে বলেন, ভাটারা থানা ও বনশ্রী এলাকার পিস নামযুক্ত কলেজ দুটি আমাদের অনুমোদন নেয়া। এই দুই প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৭০-৭৫ জন শিক্ষার্থী আছে। সরকার যদি এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়, তাহলে তাদের শিক্ষাজীবন রক্ষার্থে আমরা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব। রংপুর ব্যুরো জানায়, সরকারিভাবে বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশনার পরও রংপুরে পিস স্কুল অ্যান্ড কলেজের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সরকারের বন্ধ ঘোষণার পরও কী করে রংপুরে স্কুলের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে— এমন প্রশ্নের জবাবে আঞ্চলিক উপপরিচালক মোস্তাক হাবিব জানান, আমরা ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কার্যক্রম চালাচ্ছি।

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি জানান, সরকারের ঘোষণার পরদিন আওয়ামী লীগের নেতার পরিচালিত ঠাকুরগাঁওয়ের পিস স্কুল ও কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। বুধবার সকালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সকালে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে এসে ঘুরে যায়। তালা বন্ধ দেখে অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই প্রতিষ্ঠানের কো-অর্ডিনেটর দীপক চন্দ্র পাল বলেন, বিদ্যালয়টি বন্ধ হওয়ায় ১৫২ জন শিক্ষার্থী এখন অনিশ্চয়তায় পড়েছে।

বগুড়া ব্যুরো জানায়, শহরের জামিলনগরে জান-ই-সাবা হাউসিং এলাকায় বোর্ডের অনুমোদনহীন জামায়াত-শিবির পরিচালিত পিস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বন্ধের নির্দেশ দিলে বুধবার সকালে ম্যানেজিং কমিটি স্কুলে নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। সরকারি সিদ্ধান্তের চিঠি পেলে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আতিকুর রহমান জানান, প্রি-প্রাইমারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে ৩৫০ জন শিক্ষার্থী আছে। অধ্যক্ষ আহাদ আলীসহ ৩০ জন শিক্ষক এবং ১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। শিক্ষার্থী পরিবহনের জন্য তিনটি ভাড়া বাস আছে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হামিদা খানম জানান, প্রতিষ্ঠান বন্ধের ব্যাপারে বুধবার বিকাল পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো চিঠি পাননি। শুধু টেলিভিশনে দেখে ও সরকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের চিঠি পাওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বরিশালে কলেজ এভিনিউতে পিস স্কুল ও কলেজ আছে। সরকার বন্ধ ঘোষণার পরও বুধবার দু'জন শিক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষক স্কুলে উপস্থিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পরিস্থিতি দেখতে পুলিশের একটি দল ওই প্রতিষ্ঠানে যায়। এই স্কুলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাওসারুল ইসলাম নাহিদ জানান, মন্ত্রণালয় স্কুল বন্ধ ঘোষণার পর রাতেই ছাত্র-শিক্ষকদের জানানো হয়।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য : বুধবার ঢাকায় 'ইয়ং চেইঞ্জ মেকার্স কোয়ালিশন'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী। অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পিস স্কুলে যে লেখাপড়া হচ্ছে, পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, মানসিকতা গড়ে তোলা হচ্ছে এটি আমাদের নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীর জন্য, দেশের জন্য কখনও মঙ্গলজনক নয়। ওইসব স্কুল যারা পরিচালনা করছেন তারা স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী শক্তি। তারা এখানে এমনই মনোভাব তৈরি করছেন যা জঙ্গিবাদের ক্ষেত্র তৈরিতে উৎসাহিত করে। তাই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান চালাতে দেয়া যায় না। এসব স্কুলের শিক্ষার্থীদের দায়-দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে, যারা তাদের এই পথে (স্কুলে) নিয়ে এসেছে।

তিনি আরও বলেন, দেখা গেছে অনেক স্কুলের কোনো অনুমোদনই নেই। একটা হয়তো বোর্ডের অনুমোদন নিয়েছে, সেটাও কাউকে না কাউকে ধরে। মন্ত্রী বলেন, বিপথগামী করে ছেলেমেয়েদের ভুল তথ্য দিয়ে কিংবা বিপথগামী হওয়ার দল তৈরি করে কোনো প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারবে না। যে কোনো প্রতিষ্ঠান চালানোর সময় জাতীয় ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সংস্কৃতি, জাতীয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধসহ 'সব কিছু' ধারণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, ভারতের বিতর্কিত ইসলামী বক্তা জাকির নায়েকের মতাদর্শ অনুসরণ করে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় 'পিস' শব্দ জুড়ে দিয়ে বিভিন্ন নামে স্কুল ও কলেজ খোলা হয়। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান খোলেন জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা। এর মধ্যে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে অন্তত ১৫টি স্কুলের মালিক ইনভাইট পিস লিমিটেড। এই কোম্পানির চেয়ারম্যান শিবিরের সাবেক সভাপতি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। জাকির নায়েকের পিস টিভি বাংলাদেশে বন্ধের পর 'পিস স্কুল'গুলোও বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।